بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৭ই নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের ৯২তম নববর্ষের ঘোষণা প্রদানের প্রেক্ষাপটে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং বিগত বছরে জামা'তের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীর বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা আল্ বাকারার ২৬২ নং আয়াত পাঠ করেন যার অর্থ হলো, **"যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাদের উপমা এক শস্যবীজের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্যবীজ থাকে। আর আল্লাহ্ যার জন্য চান (তদপেক্ষাও) বৃদ্ধি করে দেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।"** এরপর হুযূর (আই.) বলেন, ১লা নভেম্বর তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা প্রদান করা হয়। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) ১৯৩৪ সালে 'তাহরীকে জাদীদ'-এর সূচনা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, জামা'ত তখন আহরারী আন্দোলনের পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছিল। এমনকি তারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করার এবং কাদিয়ানকে ধুলায় মিশিয়ে দেয়ার আর বেহেশতি মাকবেরার অবমাননা করারও হুমকি দিয়েছিল। ঐ সময় সরকারও জামা'তকে ঠিকমত সমর্থন দিচ্ছিল না। এর প্রেক্ষিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) একটি তহবিল সংগ্রহের নির্দেশ দেন যেন এর মাধ্যমে ইসলাম—আহমদীয়াতের বাণী বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়া যায় এবং আহমদীয়া জামা'তের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা যায় আর জামা'তের বিরুদ্ধে ছড়ানো সবধরনের অপপ্রচার খণ্ডন করা যায়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাহরীকে জাদীদের কল্যাণরাজি উল্লেখ করে বলেন, আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, আহমদীয়াত বিশ্বের ২২০ দেশে ছড়িয়ে পড়েছে যেখানে আমাদের মুবাল্লিগ ও মিশনারীরা কাজ করছেন। সারা বিশ্বে আমরা মসজিদ, স্কুল এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছি, আমাদের মুবাল্লিগগণ সেখানে সেবা করে যাচ্ছেন, বইপুস্তক ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, অনেকগুলো এমটিএ'র ষ্টুডিও এবং রেডিও স্টেশন চালু রয়েছে। বিরোধীরা আহমদীয়াতকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার দাবি করেছিল; কাদিয়ানের প্রতিটি ইট খুলে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছিল, অথচ আল্লাহ্ তা'লা এর জবাব দিচ্ছেন এভাবে যে, জামা'ত ক্রমাগতভাবে উন্নতি করছে এবং আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন প্রত্যক্ষ করছে। এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির সত্যতার প্রমাণ আর এতে প্রতীয়মান হয়, আহমদীয়াত মানবসৃষ্ট কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'ত নয়, বরং এটি স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

অতঃপর হুযূর (আই.) আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) কর্তৃক উল্লিখিত আয়াতের তফসীর বর্ণনা করেন। যেখানে তিনি (রা.) বলেছেন, তোমরা যদি ধর্মীয় কাজে তোমাদের অর্থ খরচ করো তাহলে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা একটি শষ্যবীজ থেকে সাতশ' শষ্যবীজ উৎপাদন করেন সেভাবেই তিনি তোমাদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে দিবেন, বরং এর চেয়েও অধিক উন্নতি দান করবেন যার ইঙ্গিত উক্ত আয়াতের শেষাংশে রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, হযরত আবু বকর (রা.) বিশাল কুরবানী করেছিলেন, পরবর্তীতে আল্লাহ্ তাঁকে প্রথম খলীফা হিসেবে মনোনীত করেন। এর চেয়ে বড়ো পুরস্কার আর কী হতে পারে? একইভাবে, হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)ও অসাধারণ কুরবানী করেছিলেন যার ফলে তারা কত বড়ো পুরস্কার লাভ করেছেন! সকল সাহাবী

(রা.)-র ক্ষেত্রে একই বিষয় ছিল যে, যারা কুরবানী করেছিলেন আল্লাহ্ তাদেরকে বহু গুণে প্রতিদান দিয়েছেন।

বাইবেল অনুসারে হযরত ঈসা (আ.) শিক্ষা দিয়েছিলেন **লোকেরা যেন তাদের ধনসম্পদ স্বর্গে জমা করে যেখানে পোকামাকড় নষ্ট করবে না, মরিচা স্পর্শ করতে পারবে না এবং চোরেরাও সিঁধ কেটে চুরি করতে পারবে না। তবে পবিত্র কুরআন বলে, কেউ যদি তার সম্পদ আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারে জমা রাখে, তবে এটি কেবল চুরি থেকেই রক্ষা পাবে না; বরং তা সাতশ' গুণ কিংবা এর চেয়েও অধিক গুণে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।**

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, একবার হযরত রাবেয়া বসরীর বাড়িতে কিছু অতিথি এসেছিলেন এবং তাঁর কাছে মাত্র দুটি রুটি ছিল। তিনি তাঁর গৃহকর্মীকে সেই দুটি রুটি সদকা হিসেবে দান করে দিতে বলেন। গৃহকর্মীটি দ্বিধায় পড়ে যায় এবং মনে মনে বলে, বাড়িতে অতিথি আছেন; কেন তারা তাদের কাছে থাকা যৎসামান্য খাবারও দিয়ে দেবেন? কিছুক্ষণ পরে এক মহিলা দরজায় এসে বলে, একজন ধনী প্রতিবেশী তাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছেন। হযরত রাবেয়া বসরী সেখানে ১৮টি রুটি দেখতে পেয়ে বলেন, এগুলো তার জন্য নয়। তাই তিনি তাঁর গৃকর্মীর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তা গ্রহণ করেন নি। দেখা গেল, হযরত রাবেয়া বসরীর কাছে যে খাবার আনা হয়েছিল তা আসলে তাঁর জন্য ছিল না, কারণ ঐ ব্যক্তি তাঁর জন্য খাবারের একটি ভিন্ন পাত্র তৈরি করে রেখেছিল যাতে ২০টি রুটি ছিল। কাজেই, এই ছিল দানশীল মানুষের ঈমান আর তাদের সাথে আল্লাহ্‌র আচরণ।

এরপর হুযূর (আই.) কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, "**আল্লাহ্‌র পথে খরচকৃত যে কোনো সম্পদকে আল্লাহ্ সাতশ' গুণ বৃদ্ধি করে দেন।**" একইভাবে মহানবী (সা.) এ শিক্ষা দিয়েছেন, "**আর্থিক কুরবানীর পাশাপাশি নামায ও রোযা রাখাও গুরুত্বপূর্ণ যা খোদার নৈকট্য প্রদান করে আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা দয়া করে তার সম্পদ বৃদ্ধি করেন।**" একবার তিনি (সা.) বলেন, "**যখন কারো সম্পদের প্রয়োজন থাকে, সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, দারিদ্রের ভয় থাকে এবং স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে ঐ সময় করা আর্থিক কুরবানীই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ কুরবানী।**" মহানবী (সা.) আরও বলেন, "**আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার সময় কার্পণ্য কোরো না, অন্যথায় তিনি প্রতিদান দেয়ার ক্ষেত্রেও একই কাজ করবেন।**"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের সদস্যরাও কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। হযরত মৌলভী হেকীম নূর উদ্দীন (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেছিলেন, **আমি আপনার সেবায় নিবেদিত। আমার যা কিছু আছে তা আমার নয়, আপনার। আমার কাছে যে সম্পদ আছে তা যদি ধর্মের সেবায় খরচ করা হয় তাহলে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি।** অতএব হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.) যেভাবে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, সেভাবে এ যুগেও এমন উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে।

এরপর হুযূর (আই.) বর্তমান সময়ে আহমদী সদস্যদের কুরবানীর কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। আলবেনিয়ার মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, বেলাল ইউসুফ সাহেব সেখানকার একজন সহজ সরল দরিদ্র মানুষ। সেখানকার জলসা উপলক্ষ্যে তিনি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে এক সপ্তাহ পর্যন্ত সকাল থেকে সারা দিন স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করতেন এবং সন্ধ্যায় চাকরিক্ষেত্রে চলে যেতেন। একদিন তিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে খামে করে ৭৫ ইউরো প্রদান করেন আর খামের ওপর লিখে দেন- "সন্তুষ্টচিত্তে জামা'তের সেবায় উপস্থাপন করছি"। যদিও অনেকের কাছে এই অঙ্ক স্বল্প মনে হতে পারে, কিন্তু এটি তার বেতনের ১৫ শতাংশ ছিল আর আল্লাহ্ তা'লা এর অনেক বড়ো প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

ইন্দোনেশিয়ার এক ব্যক্তি বলেন, "এক মহিলা তাঁর বাড়িতে কিছু কাঠের টুকরা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসেন। তাঁর কাঠের প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাঁর কাছে ইতিমধ্যেই কাঠ ছিল। তবে যেহেতু ভদ্রমহিলা বয়স্কা ছিলেন, তাই তিনি এবং তাঁর স্ত্রী তার জন্য দুঃখিত হন এবং তার কাছ থেকে কাঠ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। যখন তারা তাকে অর্থ পরিশোধ করেন তখন তিনি তাদের বলেন, তিনি এজন্য কাঠ বিক্রি করেন নি যে, তিনি সেই অর্থ নিজের জন্য ব্যয় করবেন; বরং তিনি সেই পুরো অর্থ তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে প্রদান করবেন।

ঘানার মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, খলীফাতুল মসীহ্‌র খুতবার ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শোনানোর পর একজন মুসল্লী তার পকেটে থাকা সাকুল্য অর্থ তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। এরপর মসজিদ থেকে বের হতেই একটি ফোন কলের মাধ্যমে তার একজন গ্রাহকের সাথে কথা হয় আর এর ফলে তিনি এতোটা লাভবান হন যে, তার জীবনযাপন পুরোপুরি বদলে যায়।

কেনিয়ার একজন মুয়াল্লিম সাহেবের স্ত্রী লিখেন, তার প্রথম সন্তান হবার পূর্বে অনেক ধরণের জটিলতা দেখা দেয়। তিনি তার স্বামীর সাথে দুশ্চিন্তার বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বলেন, দোয়া করো আর চলো আমরা তাহরীকে জাদীদ খাতে আর্থিক কুরবানী করি, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন। কয়েকদিন পর সেই ভদ্রমহিলা স্বপ্নে দেখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার সামনে এসে বলছেন, চিন্তা কোরো না। তোমার সন্তান সুস্থ্য ও সুন্দরভাবে জন্মগ্রহণ করবে। এরপর খুব সহজে অপারেশনের মাধ্যমে তার সন্তান জন্ম নেয় আর তার কোনো সমস্যা হয় নি। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের দুশ্চিন্তাও দূর করেন এবং নানাবিধ কল্যাণ দান করেন। এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে নও—মুবাঈন তথা নবদীক্ষিত আহমদীদের ঈমানই কেবল সুদৃঢ় হয় না, বরং পুরোনো আহমদীদের ঈমানও সতেজ হয়।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, তাহরীকে জাদীদের ৯১তম বছর শেষ হয়েছে এবং আজ ৯২তম বর্ষের ঘোষণা করছি। গত বছর ১৯.৫৫ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ৩১৩ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা) তাহরীকে জাদীদ খাতে সংগৃহীত হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ১.৫ মিলিয়ন পাউন্ডেরও (প্রায় ২৪ কোটি টাকা) বেশি। আর্থিক কুরবানীর দিক থেকে জার্মানি প্রথম, যুক্তরাজ্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুক্তরাষ্ট্র। এরপর যথাক্রমে কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ এবং ঘানা। এছাড়া মরিশাস ও হল্যান্ডের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। একইভাবে সুইডেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ফিলিস্তিন, বাংলাদেশ, বুরকিনা ফাসো, নিউজিল্যান্ড, সিয়েরা লিওন, বেনিন, মালী, নাইজার, তুরস্ক, জর্জিয়া, অস্ট্রেলিয়া সবাই উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে।

হুযূর (আই.) বলেন, আমাদের দায়িত্ব হলো, আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাই। বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত এই আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমেই আল্লাহ্ আমাদেরকে ইসলামের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করছেন। আল্লাহ্ সবার কুরবানী গ্রহণ করুন এবং তাদের ধনসম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দান করুন আর আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে কল্যাণমণ্ডিত করুন। আমরা যেন অচিরেই বিশ্বজুড়ে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হতে এবং মহানবী (সা.)-এর পতাকা উড্ডীন দেখতে পাই।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)